দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২১ JAN ২০১২
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

স্কুলে ভর্তি, পুনঃভর্তি

অতিরিক্ত টাকা আদায় চলছেই

সপ্তাহের বিশেষ প্রতিবেদন

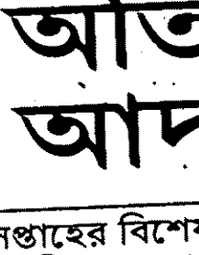

- সরকারি নির্দেশনা মানছে না কেউ
- নেপথ্যে পরিচালনা পর্ষদ, অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক
- এমপিওর টাকা যথেষ্ট নয়: দাবি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের
- মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা অপ্রতুল বলে মনে করেন অভিভাবকরা

■ নিজামুল হক

বেসরকারি স্কুলগুলোতে (এমপিওভুক্ত) ভর্তি ফি বাবদ এবং নতুন শ্রেণীতে ওঠার সময় সেশন চার্জ বা পুন: ভর্তি ফি'র নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় চলছেই। সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা, পরামর্শ মানছে না। রাজধানীর স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করলেও আদায় করা হয় অতিরিক্ত ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এসব টাকা প্রকাশ্যেই রশিদের মাধ্যমে আদায় করা হয়। অভিভাবকরা বলছেন, একই স্কুলে পুন: ভর্তির জন্য ৫ হাজার টাকারও বেশি পরিশোধ করতে হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সময় কর্তৃপক্ষ বেশি টাকা নিলে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হয়, সবার নজরে আসে। কিন্তু একই স্কুলে একই শিক্ষার্থী নতুন ক্লাসে উঠলে সেশন চার্জের নামে যে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হয় সেটা নিয়ে কোন সমালোচনা হয় না। পুন: ভর্তির নামে যেভাবে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে এ নিয়ে আজ প্রতিবাদের সময় এসেছে।

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক এ প্রতিবেদকের কাছে পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ বলেন, দেশের শিক্ষা উন্নয়নে সরকার নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শিক্ষাখাতে সরকার অনেক ভর্তুকি দিচ্ছে। এরপরও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিরুদ্ধে সরকার সচেতন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে কমিটিও করে দেয়া হয়েছে। পুন: ভর্তির নামে যে টাকা আদায় করা হচ্ছে এ বিষয়েও সরকার ব্যবস্থা নেবে।

অতিরিক্ত টাকা আদায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাদের হতাশার কথা জানিয়ে বলেন, এভাবে আর চলছে না। এটা নিয়ে আপনারা লিখুন। প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর নজরে আনুন। আমাদের সন্তানের লেখাপড়া নিশ্চিত করুন। প্রতিবছরই একই স্কুল পুন: ভর্তির নামে হাজার হাজার টাকা আমাদের কাছ থেকে আদায় করছে। আমরা এর প্রতিকার চাই।

অভিভাবকরা বলছেন, সরকার দেশের শিক্ষা উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। অনেকাংশে বাস্তবায়িতও হচ্ছে। মেধাবী ও দরিদ্রদের জন্য উপবৃত্তি, প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বইও দিচ্ছে। কিন্তু সরকার একদিকে সুবিধা দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেশন চার্জ দেখিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন তদন্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার চিত্র ধরা পড়ে। তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা লাখ লাখ টাকার কোন হিসাবও থাকে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে। প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ নিজের কাছেই এর হিসাব রাখেন। আর এর সাথে যোগসাজশ থাকে গভর্নিং বডির সদস্যদের। এভাবে আদায়কৃত অর্থের বেশিরভাগই আত্মসাত হয়।

বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বিলাসী আসবাবপত্র। কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টাকা থেকেই এগুলোর ব্যবস্থা করা হয়।

ফি আদায়ের সরকারি নির্দেশনা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে অতিরিক্ত ফি আদায় না করা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। বলা হয়েছে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করলে এমপিও (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়, সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি মফস্বল এলাকায় সব মিলিয়ে পাঁচশ' টাকা, উপজেলা সদরে এক হাজার টাকা, জেলা সদরে দুই হাজার টাকা, ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে তিন হাজার টাকা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৫ হাজার টাকার বেশি হবে না। ভর্তি ফি ও ভর্তি ফরম বাবদ নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি আদায় করলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরের স্কুলগুলো নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে। সম্প্রতি এ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ফি আদায় করা হলে সেগুলো ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার।

ক্লাস ডিঙালে এত টাকা কেন?

একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে নতুন ক্লাসে উঠলে সেশন চার্জের নামে (পুন: ভর্তি) তার কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে। কোন নিয়মের ভেতরে না থেকেই তারা এ টাকা আদায় করছে। তবে এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইত্তেফাককে বলেছেন, স্কুলের পানি, বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন খাতে অনেক টাকা খরচ হয়। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা থেকেই এই ব্যয় মেটানো হয়।

রাজধানীর মনিপুর স্কুলে লেখাপড়া করছে জনৈক এন আমিনের দুই সন্তান। একটি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকুরে নজরুল রূপনগরে একটি বাসা নিয়ে থাকেন। দুই সন্তানের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীতে, অন্যজন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে। দুই সন্তানের জন্য এ মাসে পুন: ভর্তি বাবদ স্কুলে দিতে হয়েছে ১৩ হাজার সাতশ' টাকা। প্রথম শ্রেণীতে পুন: ভর্তির জন্য দিতে হয়েছে ৬ হাজার ৯৫০ টাকা। ৬ষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ সন্তানের সেশন চার্জ দিতে হয়েছে ৬ হাজার ৭৫০ টাকা।

শুধু তাই নয়, স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নামে সরবরাহ করা খাতাও কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ খাতা না কিনলে ভর্তি নেয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এক অভিভাবক বলেন, 'আমার সন্তান সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। যে খাতা কিনতে বাধ্য করা হয়েছে সে খাতা সপ্তম শ্রেণীর কাজে লাগে না।' তিনি বলেন, 'শিক্ষা নামে এ ব্যবসা থেকে আমরা রক্ষা চাই।'

মনিপুর স্কুলে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের বিষয় স্কুল গভর্নিং বডির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, স্কুলের নতুন শাখার জন্য জমি ও অবকাঠামো তৈরির অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা এমপিওভুক্ত নন। এদের বেতন-ভাতা দিতে হয় স্কুল থেকে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে একটু বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন ও আইডিয়াল স্কুলেও এভাবে শ্রেণীভেদে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকারও বেশি আদায় করা হচ্ছে। ভিকারুননিসা নুন স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম বলেন, স্কুলের অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা সরকারি বেতন-ভাতা পান না। এদের বেতন পরিশোধ করতে হয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে। এছাড়া সারা বছরে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক ব্যয় রয়েছে। তিনি বলেন ভিকারুননিসা নুন স্কুলে রাজধানীর অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম ভর্তি ফি নেয়া হয়।

প্রায় একই রকম বক্তব্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, সরকার থেকে যে বেতন-ভাতা দেয়া হয়, তা দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর[illegible] সম্ভব নয়। এছাড়া স্কুলের প্রতিটি শাখায় সব শিক্ষক এমপিওভুক্ত নয়। এস[illegible] শিক্ষকের বেতন- ভাতা দিতে হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ থেকে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যে বেতন- ভাতা দেয়া হয়, তা দিয়ে তাদের সংসার চালানে[illegible] সম্ভব নয়। এ কারণে স্কুল খাত থেকেও তাদের বেতন-ভাতা দিতে হয়।

নেপথ্যে গভর্নিং বডি, অধ্যক্ষ!

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও পুন: ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরি[illegible] ফি আদায়ের নেপথ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বডি) সভাপ[illegible] সদস্যরা। আবার কোন কোন স্কুলের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষও দায়ী[illegible] [illegible]র্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য, বিভি[illegible] [illegible]র্যায়ের স্থানীয় নেতা-কর্মী পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্য পদে রয়েছে[illegible] [illegible]রা স্কুল উন্নয়নের নামে একটি বড় অংকের টাকা বিভিন্ন অযুহাতে আত্মসাত করে[illegible] [illegible]ুল উন্নয়ন তহবিল খালি হয়ে যায়। আর তখনই প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে তা[illegible] [illegible]ুলের আয় বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ পালনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সে[illegible] [illegible]ার্জের নামে টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্র[illegible] [illegible]িক্ষক অতিউৎসাহী হয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে মিলে টা[illegible] [illegible]আত্মসাত করেন। এমন অনেক প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিদ[illegible] [illegible]ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর।

মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা সামান্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভর্তি ও নতুন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় পুনর্ভ[illegible] নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা সতর্ক বার্তা থাক[illegible] এই প্রবণতা বন্ধ হচ্ছে না। যে কারণে অনেক অভিভাবক মন্তব্য করেছেন, মন্ত্রণাল[illegible] এসব তৎপরতা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাদের মতে, অতিরিক্ত ফি আদায়ের ঘটনা [illegible] প্রথম নয়। অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই সব প্রতিষ্ঠানের বি[illegible] কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন